৯ বছর স্কুলে না গিয়েও বেতন নিচ্ছেন প্রধান শিক্ষকের স্ত্রী

চরফ্যাশন (ভোলা) প্রতিনিধি
১১ ডিসেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম

চরফ্যাশন উপজেলার মুজিবনগরে চর নিউলিন বাংলাবাজার নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কামাল হোসেনের স্ত্রী জান্নাতুল ফেরদাউস নূপুর ২০১০ সালে এই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে যোগ দেন। ২০১৫ সালে এমপিওভুক্ত হয়ে নিয়মিত বেতনভাতা নিচ্ছেন। কিন্তু তিনি গত ৯ বছরে একদিনের জন্যও স্কুলে আসেননি। তার পরিবর্তে একজন প্যারা শিক্ষক খাটানো হচ্ছে। যাকে প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা করে সম্মানী দেওয়া হয়। ওই প্যারা শিক্ষকের সম্মানী দেওয়ার জন্য প্রতি মাসে শিক্ষার্থীদের জনপ্রতি ৫০ টাকা করে চাঁদা নেওয়া হচ্ছে।

এই বিদ্যালয়ের জমিদাতা জহিরুল ইসলাম বাবুল জানান, প্রধান শিক্ষকের স্ত্রী ২০১৫ সাল থেকে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে বেতন পাচ্ছেন। কিন্তু তিনি একদিনও স্কুলে আসেননি। প্রধান শিক্ষক নিজেও স্কুলে আসেন না। স্কুলের হাজিরা খাতা কেউ কোনো দিন দেখেননি। ২-৩ মাস পর প্রধান শিক্ষক স্কুলে এলে হাজিরা খাতা নিয়ে আসেন। ওই দিন সব শিক্ষক-কর্মচারীর স্বাক্ষর নেওয়া হয় এবং নিজের স্ত্রীর স্বাক্ষরও প্রধান শিক্ষক নিজে দিয়ে দেন। এসব অভিযোগ ইতিপূর্বে আমরা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। অভিযোগ প্রসঙ্গে সহকারী শিক্ষিকা জান্নাতুল ফেরদাউস নূপুর বলেন, আমি ৫ হাজার টাকা করে দুজন প্যারা শিক্ষক দিয়েছি। কত টাকা বেতন পাই আর থাকেই বা কি?

প্রধান শিক্ষক কামাল হোসেন সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, শিক্ষকদের সঙ্গে একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল, কিন্তু সেসব সমাধানও হয়েছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. মহিউদ্দিন জানান, বিদ্যালয়ের রিজার্ভ তহবিলের টাকা উত্তোলন অপরাধের শামিল। পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে অন্তহীন অভিযোগ উঠেছে। বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হবে।